দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 2 AUG 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...



## উপজেলা পরিক্রমাঃ

# বোদা

২৭/৬/৪৬

।। এস,এ, মাহমুদ সেলিম ।।

বোদা উপজেলা পঞ্চগড় জেলার একটি আদর্শ উপজেলা। বোদা উপজেলার ইতিহাস অতি প্রাচীন ইতিহাস।

করোতোয়া, হাতুরী, পাথরাজসহ ছোট বড় ১৩টি নদী বিধৌত এ উপজেলার নাম বোদা। করোতোয়া নদী প্রাচীনকালে অত্র এলাকার উপর দিয়ে প্রবাহিত হতো। পূর্ব ও পশ্চিমে দুইটি নদী বেষ্টিত মধ্যবর্তী ভূখণ্ডই বর্তমানে বোদা নামে খ্যাত।

বোদা ভূখণ্ডে বোদা বাজার এবং প্রশাসনিক অফিস আদালত অবস্থিত। এ উপজেলায় ১৩টি ইউনিয়ন, আয়তন ১৫,১৩৪ বর্গ মাইল। পশ্চিমের নদীটির নাম পাথরাজ এবং পূর্বের নদীটির নাম ঝিনাইখুরী। পাথরাজ পুলের সামান্য কিছু দূর উত্তর দিকে প্রাচীনকাল হতে একটি "পানির ফোয়ারা" প্রবাহিত হয়ে আসছে। অনেকের মতে এটি দেবতার কীর্তি। স্থানীয় লোকেরা এ পানির ফোয়ারাকে "দেওভুল" বলেন।

বোদা অতি প্রাচীন জায়গা হিসেবে এর নামকরণে মতভেদ আছে। এ অঞ্চলটি প্রাচীনকালে হিন্দু প্রধান ছিল।

কথিত আছে যে, তৎকালে দক্ষ নামে একজন রাজা ছিলেন। তার মেয়ের নাম ছিল সতী বা পার্বতী। সতী বাল্যকাল হতে নারায়ণের ভক্ত ছিলেন। তাই নারায়ণের ইচ্ছায় কিন্তু মাতার অনুমতি ছাড়াই শিবের সাথে সতীর বিবাহ হয়। একবার দক্ষ রাজা এক যজ্ঞ করে সকল দেবতাদের নিমন্ত্রণ করলে, কিন্তু তার মেয়ে সতী এবং জামাতা শিবকে নিমন্ত্রণ করলেন না। পিতৃগৃহে যজ্ঞের কথা জানতে পেরে সতী স্বামীর অনুমতি নিয়ে নিজেই দক্ষ রাজার যজ্ঞ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন।

সতীকে যজ্ঞানুষ্ঠানে উপস্থিত দেখে তার পিতা সতীকে বিভিন্ন ভাষায় তার স্বামী শিবের নিন্দা চর্চা করে তিরস্কার করতে লাগলেন। স্বামীর এ অপমান সহ্য করতে না পেরে সতী ক্ষোভে দুঃখে যজ্ঞস্থলেই দেহ ত্যাগ করেন। এ সংবাদ পেয়ে মহাদেব অর্থাৎ শিব যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হন। মায়ায় আবদ্ধ হয়ে সতীর মৃত দেহ স্কন্ধে নিয়ে পাগলের ন্যায় নৃত্য করতে থাকেন। নারায়ণ শিবের হঠাৎ মায়া কাটাবার জন্য সুদর্শন চক্র দ্বারা সতীর দেহ ছেদন করতে থাকেন। সতীর দেহের বিভিন্ন অংশ ভারতের ৫১টি জায়গায় পতিত হয়। তার মধ্যে সতীর বামপদ জলপাইগুড়ি জেলার বোদা এলাকার তিস্তা নদীর তটে শালবাড়ি গ্রামে পতিত হয়। তাই এটি পীঠস্থান। বর্তমানে স্থানটি বোয়ালমারী নামে পরিচিত। এর পার্শ্বেই বোদেশ্বরী নামক স্থানে এখনও একটি মন্দির বিদ্যমান রয়েছে। অনেকের মতে বোদেশ্বরী নামের অপভ্রংশই কালক্রমে "বোদা" নামের উৎপত্তি।

### কৃষি ব্যবস্থা

বোদা উপজেলার আবহাওয়া মোটামুটি কৃষি উপযোগী। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে ফসল হানির সম্ভাবনা খুব বেশী। এ উপজেলায় মোট জমির পরিমাণ ৯৬,৮৫৫·০০ একর। মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৮২,০৬৮·০০ একর। আবাদযোগ্য পতিত জমি ১,২৪৬·০০ একর। অনাবাদী জমির পরিমাণ ১২,৭৪৭·০০ একর।

বোদা উপজেলার সেচ ব্যবস্থা এখনো মাণ্ধাতা আমলের। এখানে সেচ এলাকা ৪,৫০০·০০ একর। মোট গভীর নলকূপের সংখ্যা ২২টি, অগভীর ৯৫টি, পাওয়ার পাম্প ২৭টি, হস্তচালিত নলকূপ ২৫৬টি এবং বাঁশের নলকূপ ২৭০টি।

### শিক্ষা

শিক্ষা ক্ষেত্রে এ উপজেলা মোটামুটি এগিয়ে রয়েছে। তবুও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমস্যা রয়েছে। এ উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১১টি, তার মধ্যে সরকারী ৯২টি, বেসরকারী ১৯টি। সরকারী উচ্চবিদ্যালয় ১ট, বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয় ১৫টি, বেসরকারী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৮টি, এবতেদায়ী মাদ্রাসা ২১টি, দাখেলী মাদ্রাসা ২টি, কলেজ ১টি।

### চিকিৎসা

উপজেলা সদরে বিরাট সাইনবোর্ড সর্বস্ব একটি হেল্‌থ কমপ্লেক্স রয়েছে। সেখানে রয়েছে হাজারো সমস্যা। জীবন রক্ষাকারী তেমন কোন ওষুধ এখানে নেই বললেই চলে। তবে কয়েক প্রকার ট্যাবলেট রয়েছে। চিকিৎসকগণ বিভিন্ন স্থানে প্রাইভেট চেম্বার দিয়ে চিকিৎসায় মনযোগী রয়েছেন। স্বাস্থ্য প্রশাসকও সময়মত অফিসে থাকেন না। এর জন্য এ বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তা, কর্মচারীরা প্রশাসক এরই পদাংক অনুসরণ করে চলেন। গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে আসা সাধারণ মানুষ সুষ্ঠু চিকিৎসা পাচ্ছে না।

### যোগাযোগ

এ উপজেলায় যোগাযোগ ব্যবসথা বড়ই নাজুক। মোট সড়ক ১৮ মাইল পাকা। জেলা বোর্ড ৯ মাইল হেরিং বোন্ড, উপজেলা পরিষদ ২৯৮ মাইল কাঁচা, রেলপথ ৭ মাইল।

বোদা-দেবীগঞ্জ রাস্তা ৩ মাইল পাকা করার বছরাধিক কাল অতিবাহিত হওয়ার পরও অদ্যাবধি বাকী ১১ মাইল পাকা করা হয়নি। এর ফলে যোগাযোগ ব্যাহত হচ্ছে। শেষ কথাঃ বোদা আদর্শ উপজেলার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, অনিয়ম ও দুর্নীতির সুষ্ঠু তদন্ত করে এবং দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অন্যথায় সরকারের আদর্শ উপজেলার আদর্শতার নজীর যে ধরে রাখতে পারবে না—এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।